বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১০-২০১১

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

প্রথম খণ্ড

[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ২০১০-১১ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১০-২০১১

প্রথম খণ্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ২০১০-১১ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৫
৮.	অডিটের সুপারিশ	৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির শিরোনাম		পৃষ্ঠা নম্বর
১০.	অনুচ্ছেদ নং-১ :	ঠিকাদারকে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করেই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৮৫,০০,০০০ টাকা এবং সুদ বাবদ ২৩,৫৮,৭৫১ টাকা সহ মোট ১,০৮,৫৮,৭৫১ আর্থিক ক্ষতি।	৯
১১.	অনুচ্ছেদ নং-২ :	সিডিউল বিক্রয়লব্ধ এবং অন্যান্য অর্থ বাবদ ২,১৬,১৩,৮৫৫ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে প্রাইভেট ব্যাংকে নিজস্ব হিসেবে জমা রাখায় সরকারি আদেশ উপেক্ষিত।	১০-১১
১২.	অনুচ্ছেদ নং-৩ :	পিপি আর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন না করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কাজের মূল্য বাবদ ৪৮,৩৯,৫৮১ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ।	১২
১৩.	অনুচ্ছেদ নং-৪ :	চুক্তির শর্ত মোতাবেক অসমাপ্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে অবশিষ্ট কাজের অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকার ২০% আদায় না করায় সরকারের ৫৭,৭৯,২৬৯ টাকা ক্ষতি।	১৩
১৪.	অনুচ্ছেদ নং-৫ :	সরকারের বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দের অব্যয়িত সর্বমোট ১,৭৪,৩৪,৪৭৭ টাকা সরকারি খাতে সমর্পণ না করা।	১৪
১৫.	অনুচ্ছেদ নং-৬ :	কার্য সম্পাদনে অনীহা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে ৫ বৎসরেও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় চুক্তিপত্র বাতিলসহ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি ৩৬,৯১,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি এবং জনগণ স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত।	১৫
১৬.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর		১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১২-০৪-১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৭-০৭-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ অব্যাহত রাজস্ব ক্ষতির হাত থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ: ০৬-১০-১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯-০১-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	ঠিকাদারকে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করেই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,০৮,৫৮,৭৫১
২.	সিডিউল বিক্রয়লব্ধ এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে প্রাইভেট ব্যাংকে নিজস্ব হিসেবে জমা রাখায় সরকারি আদেশ উপেক্ষিত।	২,১৬,১৩,৮৫৫
৩.	পিপি আর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন না করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কাজের মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে পরিশোধ।	৪৮,৩৯,৫৮১
৪.	চুক্তির শর্ত মোতাবেক অসমাপ্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে অবশিষ্ট কাজের অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকার ২০% আদায় না করায় সরকারের টাকা ক্ষতি।	৫৭,৭৯,২৬৯
৫.	সরকারের বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দের অব্যয়িত সর্বমোট টাকা সরকারি খাতে সমর্পণ না করা।	১,৭৪,৩৪,৪৭৭
৬.	কার্য সম্পাদনে অনীহা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে ৫ বৎসরেও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় চুক্তিপত্র বাতিলসহ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি এবং জনগণ স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত।	৩৬,৯১,০০০
	সর্বমোট =	৬,৪২,১৬,৯৩৩

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবৎসর	:	২০১০-২০১১
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	:	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	:	২০০২-২০১১ খ্রিঃ
নিরীক্ষা পদ্ধতি	:	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	:	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে	:	জনাব কে এম সিরাজুল মুনির, পরিচালক। জনাব এ কে এম জুবায়ের, উপ-পরিচালক। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর অনুশাসন না মানা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৮এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৮এর প্রবিধানমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : ঠিকাদারকে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করেই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৮৫,০০,০০০ টাকা এবং সুদ বাবদ ২৩,৫৮,৭৫১ টাকা সহ মোট ১,০৮,৫৮,৭৫১ আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১০৫/১০৬ মতিঝিল বা/এ ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরের হিসাবের উপর ১২-৮-০৮ হতে ২৬-০৮-০৮ পর্যন্ত সময়ে আর্থিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালীন সময়ে ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র, কর্যাদেশ, সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্ত ক্যাশ বহি এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় ৪টি কাজে ঠিকাদারকে ধারাবাহিকভাবে চলতি বিল পরিশোধের পাশাপাশি সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে ঠিকাদারকে ৮৫,০০,০০০ টাকা অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা হয়।(পরিশিষ্টঃ ক)
- সরকারী নির্দেশনানুযায়ী চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পূর্বে পরিশোধিত সকল অর্থ বাদ দিয়ে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার কথা।
- কিন্তু বিল ভাউচার হতে দেখা যায় চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হলেও প্রদত্ত অগ্রিম আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- ফলে সরকারের ৮৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের রেটের সর্বনিম্ন হারে বার্ষিক ৪.৫% হারে সুদ বাবদ ২৩,৫৮,৭৫১ টাকা সহ মোট ১,০৮,৫৮,৭৫১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

  অনিয়ম : পিপিআর বিধি- ৭(১) অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব আদায় হওয়ার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে তা নিকটস্থ সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে। কোনক্রমেই তা বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় রাজস্ব আয় দ্বারা ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করেছে।
- জি এফ আর বিধি- ১০ অনুযায়ী সরকারি তহবিল হতে বাস্তব প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ। কোন ক্রমেই যেন বাস্তব প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা না হয় সেদিকে ব্যয়নকারী কর্মকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধিসমূহ পরিপালিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অগ্রিম পরিশোধিত ৮৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে ক্রমিক নং-১ এর বিপরীতে ১৫,০০,০০০ টাকা, করিমগঞ্জ কাজের বিপরীতে ৫,০০,০০০ টাকা, নাসির নগর কাজের বিপরীতে ২০,০০,০০০ টাকা, সর্বমোট ৪০,০০,০০০ টাকা ইতোমধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা সমন্বয় করে অডিট অধিদপ্তরে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষনিক জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে জবাবে উল্লিখিত ৪০,০০,০০০ টাকা, সমন্বয় এর কথা বলা হলেও কোন প্রমাণক প্রদান করা হয়নি। উক্ত টাকা আদায় করে কোন হিসাব নম্বরে রাখা হয়েছে তার উল্লেখসহ প্রমাণক প্রদান করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-১০-২০০৮ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-১১-২০০৮ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-২-২০০৯ তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া হয়। অদ্যবধি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পূর্বে কেন অগ্রিম পরিশোধিত অর্থ আদায় করা হয়নি ব্যাখ্যাসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনার নিকট হতে উক্ত ১,০৮,৫৮,৭৫১ টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমাপূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

৩—

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : সিডিউল বিক্রয়লব্ধ এবং অন্যান্য অর্থ বাবদ ২,১৬,১৩,৮৫৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে প্রাইভেট ব্যাংকে নিজস্ব হিসেবে জমা রাখায় সরকারি আদেশ উপেক্ষিত।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) বগুড়া, সিলেট, রাজশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা অফিসের ২০০২-২০০৪ আর্থিক সাল দপ্তরের হিসাব ০৬-১১-২০০৪ তারিখ হতে ৯-১২-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট ও ঢাকা কার্যালয় ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৮-২০১০ সালের হিসাব ০২-১১-২০০৮ হতে ১০-১১-২০০৮ এবং ১০-০৫-২০১১ হতে ১৬-০৫-২০১১ সময় পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও উহার জমার বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিডিউল বিক্রয়লব্ধ ও অন্যান্য অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে প্রাইভেট ব্যাংক নিজস্ব হিসাবে জমা রাখা হয়েছে। [পরিশিষ্ট : খ (১-৯)]

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া ২৪,০৩,৫২৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে আল-আরফাহ ইসলামী ব্যাংক, চলতি হিসাব নম্বর ৩৩০০৭৮৯৮ বগুড়া এ অনিয়মিতভাবে গচ্ছিত রাখায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(২) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট কার্যালয়ের সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্টার, নথি, জমাদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিডিউল বিক্রয়লব্ধ ৭,১৮,৮০০ টাকা সরকারী কোষাগারে রাজস্ব খাতে জমা দিয়ে নিজস্ব হিসাবে জমা রাখা হয়েছে।

(৩) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্টার, নথি, জমাদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিডিউল বিক্রয়লব্ধ ও অন্যান্য ১২,৮৭,২১০ টাকা সরকারী কোষাগারে রাজস্ব খাতে জমা না দিয়ে দি সিটি ব্যাংক রাজশাহী শাখার চলতি হিসাব নং- ১১০১৬৬৯২ তে নিজস্ব হিসাবে জমা রাখা হয়েছে।

(৪) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে রাজস্ব আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র বিক্রয় মূল্য ও ফর্মাস টেন্ডার সিডিউল বিক্রি বাবদ ৪৮,৭৫,১০২ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করে দি সিটি ব্যাংক ফরিদপুর শাখায় জমা করা হয়েছে।

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, সিএমএমইউ চট্টগ্রাম, কার্যালয়ের ২০০২-০৪ সালের হিসাব ৪-১২-২০০৪ হতে ৯-১২-০৪ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় রেজিস্টার ও ব্যাংক পাশ বহি নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিভাগীয় অফিস উপরোক্ত কোডাল আইন ও ফিন্যান্সিয়াল রুলের পরিপন্থীভাবে রাজস্ব হিসাবে প্রাপ্ত ৫,০৬,১০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে চলতি হিসাব নম্বর ২৯৫০৯২২ ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, জুবলী রোড শাখায় গচ্ছিত রাখায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কাযার্লয়ের সিডিউল বিক্রির রেজিস্টার উল্লেখিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত অর্থ বছরদ্বয়ে সর্বমোট ১২,০৩,৭৭৫ টাকা, সিডিউল বিক্রয় বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়নি।

(৭) প্রধান প্রকৌশলী,স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয় ২০০৮-২০১০ আর্থিক সালের হিসাব ১০-৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৬-৫-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্তসময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয় রেজিস্টার, ক্যাশ বহি এবং অন্যান্য প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, সিডিউল বিক্রয় লব্ধ এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়লব্ধ অর্থ প্রাপ্তির পর সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, মতিঝিল শাখা, ঢাকার চলতি হিসাব নং ১১১০০০০৫৭৭৫ তে মোট ৯১,৭১,০৯২ টাকা জমা রাখা হয়েছে । জিএফআর প্যারা ৫ ও ২৬ এবং ট্রেজারী রুল্‌স ৭ (১) নং বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত রাজস্ব কাল বিলম্ব না করে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

(৮) সহকারি প্রকৌশলী, HED কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০০৬-০৮ আর্থিক সালের হিসাব ৬/১১/০৪ হতে ১৮/১১/০৪ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয় রেজিস্টার, ক্যাশ বহি এবং অন্যান্য প্রাসংঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, সিডিউল বিক্রয় লব্ধ এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়লব্ধ ১০,৬৩,০০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, পূবালী ও দি সিটি ব্যাংক লিঃ) কুমিল্লা শাখায় জমা রাখা হয়েছে।

(৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, HED সিলেট কার্যালয়ের ২০০৬-০৮ আর্থিক সালের হিসাব ২/১১/০৮ হতে ১০/১১/০৮ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয় রেজিস্টার, ক্যাশ বহি এবং অন্যান্য প্রাসংঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, সিডিউল বিক্রয় লব্ধ এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়লব্ধ ৩,৮৫,২৫০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমার পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলীর নামে আই এফ আই সি ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস এবং উহার অধীনে প্রণীত সাবসিডি রুলস এর ৭(১) বিধির নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের আয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে এবং উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রতিপালিত হয়নি।
- বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত রাজস্ব কাল বিলম্ব না করে যথাশীঘ্র সম্ভব নিকটস্থ সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে। কিন্তু উক্ত বিধি লংঘন করে নিজেদের স্বার্থে সরকারী রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে নিজের হিসাবে জমা রেখেছেন।
- পিপিআর প্যারা ৫/ ও ২৬ এবং ৭(১) নম্বর বিধি অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব আদায়ের টাকা যথাসময়ে জমা প্রদান না করায় দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তার উপর বর্তায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান প্রকৌশলীর অফিস স্মারক নং- স্বাপকম/সি এম এম ইউ/প্রশা/৭৮/২০০১/১৩৯৬ তাং ০৮-৬-২০০৩ মোতাবেক দরপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ার নির্দেশের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ পাওয়ার পর ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- সিপিডব্লিউ এ কোডের ৬৬ নং প্যারা অনুযায়ী রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আদায়ের সাথে সাথে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১২-০২-২০০৫ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৭-২০০৫ তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৪-৭-২০১২ তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া হয়।

অডিটের সুপারিশ :

- জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।
- বিধি লংঘনকারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন না করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কাজের মূল্য বাবদ ৪৮,৩৯,৫৮১ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ।

বিবরণ :

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, (এইচইডি) মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১০ আর্থিক সালের হিসাব ১০-৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৬-৫-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার, প্রাক্কলন এবং অন্যান্য প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় "শরিয়তপুর সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ" কাজটি ঠিকাদার মেসার্স খান ইন্টারন্যাশনালকে দেয়া হয়।
- ঠিকাদারকে লাভজনক কাজগুলো করানোর জন্য মূল/সিডিউল এ উল্লেখিত কাজের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজের মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে ৪৮,৩৯,৫৮১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যার শতকরা হার ৫৫.৩১% হতে ৪০৪.২৬%।
- উক্ত টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়নি (পরিশিষ্টঃ গ)।
- পিপিআর-২০০৮ এর ৭৯ (২)(খ) এর পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্ণিত কাজের নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে ব্রডশিট আকারে জবাব প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৮-৮-২০১১ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৫-৩-২০১২ তারিখে আধা-সরকারী পত্র জারি করা হয়।
- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অন্তর্বর্তীকালিন। নথিপত্র যাচাই করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। আপত্তির জবাব প্রদান না করে কালক্ষেপণ করা হয়েছে মাত্র।

অডিটের সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : চুক্তির শর্ত মোতাবেক অসমাপ্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে অবশিষ্ট কাজের অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকার ২০% আদায় না করায় সরকারের ৫৭,৭৯,২৬৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ১০৫/১০৬ মতিঝিল বা/এলাকা, ঢাকা এর ২০০৮-২০১০ আর্থিক বছরের হিসাব ১০-৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৬-৫-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্তসময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার এবং অন্যান্য প্রাসংঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় "নড়াইল জেলা সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ" কাজটি চুক্তি মূল্য ৫,৮২,৯৮,২০৯ টাকায় ঠিকাদার মেসার্স ম্যাক্সরিয়ালাইনস্ লিমিটেডকে দেয়া হয়।
- উক্ত কাজে ঠিকাদারকে ১,০৪,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করার পর কাজের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।
- পরবর্তীতে কাজটি করার জন্য চুক্তিমূল্য ৭,২৭,৯৪,৫৫৩ টাকায় ঠিকাদার মেসার্স এসইডিইউ জয়েন্ট ভেঞ্চারকে দেয়া হয়। ফলে উক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ২,৮৮,৯৬,৩৪৪ ব্যয় হয়।
- চুক্তি মোতাবেক অবশিষ্ট কাজের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকার ২০% ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় সরকারের ৫৭,৭৯,২৬৮/৮০ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে। উক্ত টাকা আদায়যোগ্য (পরিশিষ্টঃ ঘ)।
- ঠিকাচুক্তি লংঘন। চুক্তিপত্রের ধারা-৩ এর সাধারণ শর্তাবলীর ৭৯ (১) এবং General conditon of contracts-৭৯-১ মোতাবেক অবশিষ্ট কাজের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকার ২০% হারে ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে উক্ত টাকা আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্ণিত কাজের নথিপত্র যাচাইবাছাই করে পরবর্তীতে ব্রডশিট আকারে জবাব প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অন্তর্বর্তীকালিন। নথিপত্র যাচাই করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। আপত্তির জবাব না দিয়ে কালক্ষেপন করা হয়েছে। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৮-৮-২০১১ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-১০-২০১১ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৫-৩-২০১২ তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- চুক্তিশর্ত মোতাবেক ঠিকাদার/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : সরকারের বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দের অব্যয়িত সর্বমোট ১,৭৪,৩৪,৪৭৭ টাকা সরকারি খাতে সমর্পণ না করা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিটি বিভাগ, ঢাকা অফিসের ২০০৬-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ৭-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-৯-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্তসময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী ও রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষিত বছর সমূহের অব্যয়িত অর্থ সরকারি খাতে জমা করা হয়নি (পরিশিষ্ট 'ঙ')।

অনিয়ম : সিপিডব্লিউ এ কোডের (পরিশিষ্ট-৬ এর অনুচ্ছেদ ৮ এবং ৩৯) অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দের অব্যয়িত টাকা আর্থিক বছর শেষে সরকারের নিকট সমর্পণ করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- এম এফ/অবি/বাঃ-৩/-১/১৫/৫১১ তারিখঃ২৬-২-১৯৯৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ উল্লেখিত কাজে/খাতে ব্যয় না করে কোন অবস্থাতেই অন্য প্রক্রিয়ায় ব্যয় বা বুকিং না করে ৩০শে জুন এর মধ্যে ফেরৎ বা সমর্পণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, অর্থ বছর সমাপনান্তে খাত ভিত্তিক খরচের প্রতিবেদনে অব্যয়িত অর্থের বর্ণনা রয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর সমূহে ২,৪৩,৩৪,৪৭৭ টাকা অব্যয়িত ছিল। তম্মধ্যে মাত্র ৬৯,০০,০০০ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। বাকী অর্থ সমর্পণের কোন রেকর্ডপত্র অডিটি অফিস প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০২-০২-২০১২ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-৩-২০১২ তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৪-২০১২ তারিখে আধাসরকারী পত্র দেওয়া হয়।

অডিটের সুপারিশ :

- সরকারি অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : কার্য সম্পাদনে অনীহা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে ৫ বৎসরেও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় চুক্তিপত্র বাতিলসহ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি ৩৬,৯১,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি এবং জনগণ স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ১১-৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৮-০৫-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের দরপত্র, সিএস, কার্যাদেশ, প্রাক্কলন, কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন, বিল ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজটি প্রাক্কলিত ও চুক্তিমূল্য ৩,৬৯,১৩,৬০৮ টাকায় ঠিকাদার মেসার্স পদ্মা ট্রেডিং কর্পোরেশনকে সম্পাদনের জন্য ২১-৬-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ মোতাবেক কাজটি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারকে ১৮ মাস সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সে মোতাবেক কাজটি সম্পাদন/সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও সুদীর্ঘ ৫ বছর ২ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজের মাত্র ৭৩% সম্পাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জুলাই/১০ থেকে কাজটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে। ফলে ঠিকাদারের এরূপ অনীহার কারণে বর্তমানে কাজ বাকী থাকার পরও চুক্তি মোতাবেক চুক্তিপত্র বাতিল করে ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ৩৬,৯১,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। অন্যদিকে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় জনগণ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (পরিশিষ্ট 'চ')।

অনিয়ম : ঠিকাচুক্তির শর্ত নং-৩৪ এবং ৩৪ (২) মোতাবেক কার্যাদেশের সময়সীমার মধ্যে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী কাজটি সমাপ্তির তারিখ ছিল গত ৫-১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ। ঠিকা প্রতিষ্ঠানকে বারবার তাগাদা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বশেষ এপ্রিল/২০১১ এর মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এপ্রিল/২০১১ এর মধ্যে কাজটি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কার্যাদেশ বাতিল প্রক্রিয়া (এইচইডি) প্রধান কার্যালয়ে চলমান রয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এপ্রিল/১১ এর মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য ঠিকাদার কর্তৃক একটি চার্ট দাখিল করা হয়। অথচ কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ শেষ করার কথা ছিল ২১-৬-২০০৫ খ্রিঃ হতে ১৮ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২১-১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে। কিন্তু আলোচ্য নিরীক্ষা বছর জুন/১০ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ৭৩% মাত্র। বর্তমানে কাজটি বন্ধ রয়েছে। কাজেই ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক কার্যাদেশ বাতিল করা হয়নি। এমনকি জবাবে কার্যাদেশ বাতিলের প্রক্রিয়াধীন উল্লেখ করা হলেও জবাবের সপক্ষে কোন তথ্য/প্রমাণ নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- আলোচ্য সময়ে জনাব এ,এস,এম সহিদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৩১-০৭-২০১১ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-১১-২০১১ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৬-০৩-২০১২ তারিখে আধাসরকারী পত্র দেওয়া হয়।

অডিটের সুপারিশ :

- চুক্তিপত্র ও কার্যাদেশের শর্ত মোতাবেক ঠিকাদার যথাসময়ে কার্য সম্পাদন না করে কাজে গড়িমসি ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে জনগণের স্বাস্থ্য, সেবা ব্যাহত হওয়ায় এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটির টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৭৪৭২কম/এ, ৭১৩ বই, ২০১৪।